দৈনিক জনকণ্ঠ 46

তারিখ ... ২৯।২।২০০০ ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪ ......

আবশ্যক : মকিমপুর আব্দুল মতিন খসরু হাইস্কুলের জন্য ১ জন প্রধান শিক্ষক, ১ জন সহঃ প্রধান শিক্ষক, বিএ-২ জন, বিপিএড ১ জন, বিএসসি ১ জন, মৌলভী ১ জন, করণিক ১ জন, দপ্তরী ১ জন আবশ্যক। মহিলা উচ্চতর শিক্ষাগত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আগ্রহীপ্রার্থীদেরকে সকল প্রকার সার্টিফিকেটসহ আগামী ১ মার্চ ২০০০ইং সকাল ১১টায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সভাপতি, আব্দুল মতিন খসরু হাইস্কুল, গ্রাম ও ডাক-মকিমপুর, থানা-ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। জসি-৪৮৪৭/০০

এমএসসি (ফার্স্ট ক্লাস) (ঢাঃবিঃ) মিলন -৯৩৫০৩২৭। জসি-৪৮৮৫/০০

পড়াতে চাই : প্রে গ্রুপ-ও/এ লেভেল। মুনমুন/ আদনান/ সুমনা, ও/এ ব্যাক গ্রাউন্ড (আমেরিকা)। প্রথম-ডিগ্রী। ঢাঃবিঃ/ বুয়েট লেডিসহ। ইব্রাহিম -৯৬৬২৭৭৯। জসি-৪৮৮২/০০

পড়াতে চাই : অভিজ্ঞ (১৮), ডিগ্রী/ ইন্টারমিডিয়েট/ ও. লেভেলকে ইংরেজীতে ৭০% নিশ্চয়তায় প্রাইভেট পড়াই। ২০০০/= মাস। প্রফেসর হক -৯৩৫০৮৮৯, ৯৩৪২২৯৪। জসি-৪৮৮১/০০

পাত্র চাই : আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরিরতা স্মার্ট (২৮), এম.এ. ইংরেজী, বাবা উচ্চপদস্থ সরকারী চাকরিজীবী, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই- "বাঁধন"- ৮৯১৮৮৫১। জসি-৪৮৫৩/০০

পাত্র চাই : শিক্ষিত পরিবারের ৫´-৪´´, ফর্সা, অতিসুন্দরী (অনার্সসহ মাস্টার্স-অর্থনীতি) পাত্রীর (২৭) পাত্র আবশ্যক। ওয়েলকাম (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ফোন : ৯১৩২৩৩৩; ৯১৩২৪৭৬, ৯১২৯৫৫৮। জসি-৪৮৪৪/০০

পাত্রী চাই : ৫´-৯´´, সুদর্শন চাকরিরত

সাদৃশ্যমূলক তুলনা আমরা আরোপ করতে পারি; যেমন কঠিন ভাষা, তরল ভাষা বা বায়বীয় ভাষা এবং আমি একটি আলোচনায় দেখিয়েছি, যে কোন সাহিত্যকর্মে একটা ভর (mass) আমরা কল্পনা করতে পারি। তার মানে পদার্থ পরিমাণের এমন অবস্থা যা জড়ত্ব (inertia) কিংবা ত্বরণের (acceleration) প্রতিবন্ধ (resistance)-এর অর্থ; বিষয়বস্তু ও ভাষার শৈল্পিক ভারসাম্য, যাতে একটি রচনা দুর্লভ সাফল্য লাভ করতে পারে।

এর বিপরীতে যা আমরা বুঝতে পারি তা হলো ভাষা মানবোচ্চারিত ধ্বনিমালা যা যুগপৎ অর্থ ও ভাববিনিময় মাধ্যম। পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতারও ভাষা আছে, কিন্তু আমাদের দুর্বোধ্য। আমাদের নিজস্ব ভাষার কাব্যিক পরিসরে এগুলো আমরা ব্যবহার করি মাত্র।

ধ্বনি শব্দ শব্দার্থ বাক্য ছন্দ একই ধারাক্রমে অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু যতক্ষণ কেবল অন্তর্নিহিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় না, ততক্ষণ এগুলো ভাষাও হয় না। প্রকৃত ভাষা, কথন, রচনা এবং সেরূপে তা সুপ্রাচীন কাল থেকে আবহমান একটা পদ্ধতির (System) অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করে। এই পদ্ধতি মানবশিশুর জন্মগত অর্জন, যে বয়স বাড়ার সঙ্গে ক্রমান্বয়ে পরিণতি পায়, কথাবলার সময় বক্তা সে সম্পর্কে সচেতন নাও থাকতে পারে। অক্ষর বা বর্ণমালা ভাষাকে চাক্ষুষ প্রতিফলিত করার চিহ্ন (Sign) এবং সাহিত্য একটা ভূখণ্ড কিংবা জাতির মধ্যে প্রচলিত একটি শক্তিশালী ও আপামরজনগ্রাহ্য কথ্যভাষার শিল্পিতরূপ যা মূলত স্বয়ংক্রিয় কিন্তু ক্ষমতাবান কবি লেখকদের অনুপ্রাণিত অথচ সচেতন সৃজনশীলতার গুণে অনন্যপ্রতিম। কথ্যভাষা ও সাহিত্যভাষার মধ্যে দূরত্ব থাকে ঠিকই কিন্তু এরা পৃথক নয় বরং একে অন্যের ভিতরে প্রবিষ্ট এবং পারস্পরিক প্রভাবে সমৃদ্ধ ও অগ্রসরমাণ। সাহিত্যভাষা একটা দেশের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা থেকেই নিতে পারে আবশ্যক উপাদান, বিশেষত একজন

ঐতিহাসিকতায় নয়, সেইসব অংশের মধ্যে সে সম্পর্কে সেদিক থেকে এবং সামঞ্জস্যশীলরূপেই করা সম্ভব। এর অর্থ, তার চলতি উপযুক্ততার ভিত্তিতে। ভাষাকে একটি ঐক্যবদ্ধ ক্ষেত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি, যা আমরা বাস্তবিক এই মুহূর্তেই লাভ করছি, হিসাবে দেখা উচিত। আসলেই ভাষা একটি প্রণালী হিসাবে প্রতিমুহূর্তেই সম্পূর্ণ, এক মুহূর্ত আগে তার মধ্যে কী পরিবর্তন হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। প্রত্যেক ভাষারই তার ইতিহাস ছাড়াও একটা পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ অস্তিত্ব থাকে, যারা তাতে আলাপ করছে; এখনই তাদের ঠোঁট থেকে নির্গত ধ্বনিবিধি হিসাবে, তাদের কথাবার্তা প্রকৃতপক্ষে সেই ভাষাকে তার বর্তমান আকৃতিতে নির্মাণ ও গঠন করে।

ভাষার দ্বিচরিত (diachronic) অধ্যয়ন থেকে এই সমচারিত (Synchronic) রীতির ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ সর্বাধুনিক ভাষাতত্ত্বের একটি অতিনন্দিত মতবাদ। কেননা তাতে ভাষার চলমান গঠনিক উপাদানের স্বীকৃতি যেমন আছে, তেমনি আছে তার ঐতিহাসিক মাত্রাসমূহেরও এবং উভয়েরই কেন্দ্রক (neuclcus) ব্যক্তিসত্তা। ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ভাষা ঘুমন্ত যেমন থাকে, তেমনি জাগ্রতও, আর ব্যক্তিসত্তা যেহেতু সমষ্টি তথা সমাজের একক (unit) সেজন্য ব্যক্তি ও সমাজ কেবল পরস্পর সম্পর্কিত নয়, অবিচ্ছেদ্যও। ভাষার স্বাভাবিক এবং বহমানতাই চিরায়ত চারিত্রিক, কিন্তু তবু এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সমাজের সমৃদ্ধিতে ভাষার সমৃদ্ধিলাভ সম্ভব। কারণ সমাজের সমৃদ্ধি ব্যক্তিসত্তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিসত্তা হতে পারে সমাজের আরও সমৃদ্ধিপ্রদায়ক।

এতক্ষণে আমি আমার আসন্ন প্রস্তাবের মূলবিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। সে হলো, ব্যক্তি সমাজসমন্বিত জাতির উত্থানপতনের মধ্যে ভাষার উত্থানপতন বিজড়িত এবং পরস্পরা ও নির্ভরতাশীল। দেখা যায়,

এ সম

পৃথিবীর অনেক ভাষার মৃত্যু
আবার অনেক ভাষার মুমূর্ষু অব
ভাষার একটিও যখন আজন্মিক
লোক না থাকে, তখনই সে মৃ
আর কমতে কমতে যে ভাষার
লোক কথক, সে ভাষা মৃতপ্রায়।
কোন কোন ভাষার বর্ণাবদ্ধ
যেমন আদি ধ্রুপদী ভাষাসমূহ
মিসরীয় কি আসিরীয় চিত্র
কিউনিফরমলিপি ভাষা, ভারতে

আলা

এমনকি সংস্কৃত ভাষা। বিশেষজ্ঞ
করে মৃতভাষা শিক্ষা করা যায়
তার পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ ন
আদিতে যারা কথা বলতো সে
বিলুপ্ত না হয়, সে ভাষা আবার
জীবন পেতে পারে, যেমন হি
হিব্রু ভাষা এবং কোনো কোনো
রেশ অব্যাহত থাকে কা
রূপান্তরিত হয়ে সমকালীন ভাষা
জীবিত ভাষার প্রসারতার
অনিঃশেষ, যদি তার উচ্চারণ
এগিয়ে চলে নিরন্তর কর্মে ও
বিচিত্র সৃষ্টিমুখরতায়। এই প্রেক্ষি
বাংলাকে দেখতে পারি। তথ্য
পঁচিশ কোটি মানবজবান বা
পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ ভাষা এবং
উৎকর্ষে অষ্টম। তাই স্বভা
গুরুত্বপূর্ণ ভাষাসমূহের অন্যতম

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভ করে
অর্জন ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা যে হাজার দ
দিয়েছে তাতে বাংলাভাষার
চিত্রও দেখতে পাব যদি স

Gateway®
A-8/11, LALMATIA, DHAKA
☎ 8118250. 9125092. 325840

দোয়া প্রার্থী

আমার মা, মিসেস রওশন আরা হোসেন। স্বামী মরহুম আলহাজ্ব মোঃ আবুল হোসেন। পবিত্র হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গিয়েছেন। আমার মা যেন সুস্থভাবে পবিত্র হজ্ব পালন করে দেশে ফিরে আসতে পারেন এই জন্য আমি দেশবাসী এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে দোয়া প্রার্থী।
নিবেদক-
মোঃ খায়রুল কবির পিন্টু
বড় ভাই শাহ আলম ভুইয়া
হোসনাবাদ এস্টেট
শ্যামলী, আদাবর
পি-২২০০/০০ ঢাকা-১২০৭

মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বইটি
আপনার অপঠিত রয়ে যাবে
যদি না পড়ে থাকেন
মাহবুব আলম
প্রণীত
গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে
১ম খণ্ড ২০০/- দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫০/-

প্রত্যন্ত এলাকায় গেরিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ দলের প্রতিদিনের যুদ্ধ-বিবরণী, সাধারণ কৃষক ও গ্রামবাসীর সম্পৃক্তি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের এপিক কাহিনী
লেখকের কয়েকটি গল্প-উপন্যাস